তারিখ ... 11 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

সংবাদ

ফলোআপ ঃ ঢা.বি জাল সার্টিফিকেট

ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক তোলপাড়

বশীর আহমাদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেটের ঘটনা তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠিত হচ্ছে। শনিবার পত্রিকায় প্রকাশিত নিত্যরঞ্জন বর্মনের সার্টিফিকেট জালিয়াতির বিষয়টি তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, দুর্নীতি দমন ব্যুরো এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানাবে। নিত্যরঞ্জন বর্মনের সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশের পর গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। উপাচার্য ড. এস.এম.এ ফায়েজ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. আবদুল লতিফকে নির্দেশ দেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সবকিছু যাচাই করে দেখেছেন যে নিত্যরঞ্জন বর্মন বিএসসি অনার্স ও এমএসসি দু'টি পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। উল্লেখ্য, নিত্যরঞ্জন বর্মন এপ্লনাইট কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ থেকে ১৯৯৩ সালের বিএসসি অনার্স পরীক্ষায় (১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত) এবং ১৯৯৪ সালের এমএসসি পরীক্ষায় (১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত) দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। টাকার বিনিময়ে তিনি আরও দু'টি সার্টিফিকেট বাগিয়ে নিয়েছেন। যেখানে তাকে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত কমিটি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

কমিটি ঃ গঠন হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠায় পর) : দেখানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনা ঘটে আসছে, কিন্তু জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়ার পরও কোন প্রকার শাস্তি পায়নি এমন ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. আবদুল লতিফ বলেন, সারাদিন ধরে নিত্যরঞ্জন বর্মনের নথিপত্র যাচাই করে দেখেছি, সে অনার্স ও মাস্টার্স দুটোতেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড বইয়ে তার দ্বিতীয় বিভাগের সমর্থনেই সমস্ত তথ্য রয়েছে। কিভাবে সে প্রথম বিভাগের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করল তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকর্তা এর সঙ্গে জড়িত কি না তা বের করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড বইয়ে এর কোন কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর নিত্যরঞ্জন নিজেই জালিয়াতি করে থাকতে পারে। তবে তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তি মূলক ব্যবস্থা এই মুহূর্তে আমরা করতে পারি না। এটা পুলিশকে করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকর্তা এই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও তা এই মুহূর্তে বের করা প্রায় অসম্ভব। নম্বরপত্রের সিরিয়াল নম্বর দেখেই কেবল সম্ভব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ জড়িত কিনা; কিন্তু নম্বরপত্রের মূল মুড়িবই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, ১ বছর পর পর মুড়িবইগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। নিত্যরঞ্জন বর্মনের নম্বরপত্রের মুড়িবইও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। উপাচার্য ড. এস.এম.এ ফায়েজ গতকাল এই প্রতিবেদককে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনা আমাদের জন্য আঘাতস্বরূপ। আমাদের ভাবমূর্তি আরাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। আমি বিষয়টিকে সিরিয়াসলি নিয়েছি। এই ঘটনার জন্য ঠিক কে দায়ী তা আমি এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না। আমরা তদন্ত কমিটি গঠন করে সত্য উদঘাটন করব। যেহেতু আমরা এই মুহূর্তে নিত্যরঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারছি না, তাই তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরো এবং পুলিশ বিভাগ তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানাবো।